بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের যুদ্ধপূর্ব প্রস্তুতি এবং মহানবী (সা.) এর দোয়ার বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩০ জুন, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় মহানবী (সা.)- এর প্রতি সওয়াদ বিন গাযীয়াহ্ (রা.)'র ভালোবাসার অসাধারণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম। হযরত সওয়াদ বিন গাযীয়াহ্ (রা.) এই যুদ্ধ থেকে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আর মুশরিকদের মধ্য হতে খালেদ বিন হিশাম (নামী) এক ব্যক্তিকে বন্দীও করেন এবং পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাকে খায়বারের যুদ্ধের ধন-সম্পদ একত্রিত করার জন্য আমেল বা কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনার বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন: ২য় হিজরীর রমযান মাসের ১৭ তারিখ সকালে নামাযের পর জেহাদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) একটি বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর কিছুটা আলো ফুটলে তিনি তির দিয়ে ইশারা করে মুসলমানদের সারিগুলো সোজা করছিলেন। এমন সময় ঘটনাচক্রে সওয়াদ বিন গাযীয়াহ্ (রা.)'র বুকে তীরের সামান্য আঘাত লাগে। সওয়াদ (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে প্রেরণ করেছেন। আপনি আমার দেহে তির দিয়ে আঘাত করেছেন, আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। মহানবী (সা.) সাথে সাথে বলেন, ঠিক আছে প্রতিশোধ নাও, তুমিও আমাকে তির দিয়ে আঘাত করো। একথা বলে তিনি (সা.) নিজের বুকের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেন। **সওয়াদ (রা.) সুযোগ পেয়েই মহানবী (সা.)- এর বুকে চুমু খেতে শুরু করেন। মহানবী (সা.) তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, শত্রু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জানি না এখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারব কিনা? (তাই) আমি চাইলাম শাহাদতের পূর্বে আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহকে স্পর্শ করি।**

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সারিগুলো সোজা করলেন, তখন তিনি সাহাবীদের বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, ততক্ষণ শত্রুকে আক্রমণ করো না। শত্রু খুব কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত তলোয়ার চালাবে না। তাঁর খুতবায় মহানবী (সা.) জেহাদ ও ধৈর্য্যের উপদেশ প্রদান করে তিনি আরও বলেন, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ কষ্ট দূর করেন এবং দুঃখ থেকে মুক্তি দেন।

এক জায়গায় মহানবী (সা.) এর এই খুতবাটির বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলেছেনঃ আল্লাহ্ যে বিষয়ে তোমাদের তাকিদ করেছেন, সেই বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আর যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তা থেকে তোমাদের নিষেধ করছি। মহান আল্লাহ্ আপনাকে সত্যের নির্দেশ দেন, তিনি সত্যকে ভালবাসেন, তিনি ধার্মিকদের উচ্চ স্থান দেন। কষ্টের সময় ধৈর্য্য এমন একটি জিনিস যার দ্বারা আল্লাহ দুঃখ দূর করেন এবং কষ্ট লাঘব করেন। ধৈর্য্য প্রদর্শন করলে পরকালে নাজাত পাবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের পারস্পরিক অসন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ছিল বেশি। কিতাবে তিনি তোমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন এবং লাঞ্ছনার পর সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্র আঁচলকে দৃঢ়তার সাথে ধরে থাকো যাতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এখানে আপনি আপনার প্রভুর পরীক্ষায় সফল হোন- আপনি তাঁর করুণা ও ক্ষমার যোগ্য হবেন যা তিনি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাঁর কথা সত্য, তাঁর শাস্তি কঠোর। আপনি এবং আমি চিরঞ্জীবি আল্লাহ্র সাথে আছি। আমরা আমাদের বিজয়ের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আমরা তাঁকে আঁকড়ে থাকি, আমরা তাঁর উপর ভরসা করি, তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের এবং মুসলমানদের ক্ষমা করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, বনু হাশিম ও আরও কিছু লোক বাধ্য হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছে। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বনু হাশিমের কোনো সদস্যের সাথে সাক্ষাত করবে, সে যেন তাকে হত্যা না করে। যে ব্যক্তি আবুল বখতরীর সাথে সাক্ষাত করবে তাকে যেন হত্যা না করে। যে ব্যক্তি আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সাথে সাক্ষাত করবে সে যেন তাকে হত্যা না করে, একইভাবে তাদের সেনাবাহিনীতে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মক্কায় আমাদের বিপদের সময় আমাদের সাথে সম্মানের আচরণ করেছিল। তাই মক্কার মুসলমানদের প্রতি তাদের সদয় আচরণের কারণে, তাদের দয়ার প্রতিদান দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সুতরাং, কোন মুসলমান যদি এমন কোন ব্যক্তির উপর জয়যুক্ত হয়, তবে তাকে কোনভাবেই আঘাত করা উচিত নয়।

হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) তখন বললেন, এটা কিভাবে হতে পারে যে আমরা আমাদের ভাই ও আত্মীয়দের হত্যা করব কিন্তু আব্বাসকে হত্যা করব না? পরবর্তীতে হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) অনুশোচনা করতেন এবং বলতেন, এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র শাহাদাত হতে পারে। অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আবু হুযায়ফা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

এই নির্দেশনার পর মহানবী (সা.) আবার ছাউনিতে গিয়ে দোয়াতে মগ্ন হলেন। কিবলার দিকে মুখ করে তিনি (সা.) তাঁর প্রভুকে উচ্চস্বরে ডাকলেন এমনকি তাঁর চাদর কাঁধ থেকে পড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কাছে এলেন, চাদরটি তুলে আবার তাঁর কাঁধে রাখলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.)

মহানবী (সা.) কে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার প্রভুর কাছে আপনার এই দোয়াই যথেষ্ট। তিনি অবশ্যই আপনাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

অতঃপর কাফেররা যখন আক্রমণ করল তখন মহানবী (সা.) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন:

'হে আমার খোদা! তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করো। হে আমার প্রভু! আজ যদি মুসলমানদের এই দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।' এই দোয়ার সময় মহানবী (সা.) এতটা ব্যাকুল অবস্থায় ছিলেন যে, কখনো সেজদাবনত হতেন আবার কখনো দাঁড়িয়ে খোদা তা'লাকে ডাকতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, কুরআনে মহানবী (সা.)-কে বারবার কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন বদরের যুদ্ধ শুরু হয়, যা ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, তখন মহানবী (সা.) কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলো বের হলো: হে আমার আল্লাহ! আজ যদি আপনি এই দলটিকে ধ্বংস করেন, যে দলটি ছিল মাত্র তিনশত তেরো জন, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত কেউ আপনার ইবাদত করবে না।

যখন তিনি (সা.) ছাউনীতে দোয়া করছিলেন, তখন দোয়া করতে করতে একসময় মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দ্রাচ্ছন্ন হন এরপর তৎক্ষণাৎ জেগে উঠে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সুসংবাদ জানিয়ে বলেন, আনন্দিত হও খোদা তা'লার সাহায্য এসে গেছে এবং জীব্রাঈল (আ.) ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন আর ঘোড়ার পায়ের আঘাতে ধুলো উড়ছে।

বদরের ময়দানে মহানবী (সা.) যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে ডানে এবং মিকদাদ বিন আমর (রা.)-কে বাম দিকে এবং কায়েস (রা.)-কে পদাতিক বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেন। আর মহানবী (সা.) স্বয়ং পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন, তিনি সর্বাগ্রে ছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সা.) এর পিছনে অবস্থান করতাম। তিনি শত্রুদের সর্বাপেক্ষা নিকটে ছিলেন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুজাহিদের চেয়ে বেশি যুদ্ধ করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল, তখন আল্লাহ্‌র মহিমার এক বিস্ময়কর নৈসর্গিক দৃশ্য এরূপ ছিল যে, সেসময় সৈন্যদলের দাঁড়ানোর কৌশলের কারণে কাফিরদের কাছে ইসলামী সেনাদল দ্বিগুণ মনে হচ্ছিল। এর বিপরীতে মুসলমানদের কাছে কুরাইশের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে কম মনে হচ্ছিল। কুরাইশ নেতারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে মুসলিম সেনাবাহিনীর সঠিক হিসেব পাওয়ার লক্ষ্যে পাঠায়। উমায়ের মুসলমানদের দ্বারা এতই প্রভাবিত ও ভীত হয়েছিল যে সে কাফেরদের কাছে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে ফিরে আসে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করে বলে:

'হে কুরাইশ! আমি দেখেছি যে, মুসলমানদের সেনাবাহিনীর উটগুলো যেন নিজেদের হাওদার ওপরে মানুষ নয় বরং মৃত্যুকে বহন করছে।' এ কথা শুনে কুরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

হাকিম বিন হিযাম এ কথা শুনে উতবাহ বিন রাবিয়ার কাছে আসে এবং উতবাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। উতবা নিজেও ভয় পেয়েছিল, তাই সে এই মতামতটি পছন্দ করে এবং হাকিমকে বলে যে আমরা এবং মুসলমানরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করা কি ভালো? তাই আপনি আবু জাহেলের কাছে যান এবং তার কাছে এই প্রস্তাব পেশ করুন। হাকিম বিন হিযাম

আবু জাহেলের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করলে আবু জাহল এই মন্তব্য করে তার কথা উড়িয়ে দেয় যে, উতবার পুত্র মুসলমানদের সাথে আছে বলে সে ভয় পাচ্ছে। অতঃপর আবু জাহেল কৌশলগতভাবে এই প্রস্তাবকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, কাফের বাহিনীর হৃদয়ে শত্রুতার শিখা জ্বলে ওঠে এবং যুদ্ধের চুল্লি তার পূর্ণ শক্তিতে জ্বলতে থাকে।

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, আগামীতে এর বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
30 June 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in